দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 JAN 2018
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

শিশুদের জন্য চাই বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা

বিপ্লব বিশ্বাস

প্রতিটি মানব শিশুর মধ্যেই সুপ্ত প্রতিভা থাকে। এই সুপ্ত প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটাতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, আমাদের দেশের শিশুরা এখনো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। দেশের সকল শিশু সমঅধিকার ভোগ করতে পারছে না। আমাদের দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে অবশ্যই সবার জন্য বৈষম্যহীন সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্তত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো রকম বৈষম্য থাকা উচিত নয়। শিশুদের মধ্যে যাতে কোনো প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার জন্ম না নেয়, সে রকম শিক্ষাব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সকল শিশুর জন্য দেশপ্রেম ও মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা।

আমাদের দেশে প্রথম জীবনেই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য এক বড় ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সারা দেশেই শিশুদের জন্য ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা ছাড়াও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায়ও বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি অসংখ্য ব্যয়বহুল কিন্ডারগার্টেনে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে সরকার নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের বাইরেও নিম্ন মানের অন্যান্য বই পড়ানো হয়ে থাকে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় সাধারণ ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা কিন্ডারগার্টেনে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় না। এছাড়া নামি-দামি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিশুদের তাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এই পরীক্ষায় যে অল্প সংখ্যক ভাগ্যবান শিশু ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় তারা পরিবারে ও সমাজে যথেষ্ট স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়ে থাকে আর যারা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও এক/দুই নম্বর কম পাওয়াতে ভর্তির সুযোগ পায় না তাদেরকে পরিবারে ও সমাজে নানা ধরনের মানসিক যন্ত্রণার শিকার হতে হয়। অন্যদিকে বাছাই করা মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় বলে ঐসব নামি-দামি বিদ্যালয়ের ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই ভালো হয়ে থাকে। এর ফলে বিদ্যালয়গুলোর মধ্যেও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকরাও ভালো ফলাফলের আশায় সন্তানকে ঐসব বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সারা বছর ধরেই বিপুল অর্থ ব্যয় করে একাধিক প্রাইভেট ও কোচিংয়ে নিয়ে যান। এ নিয়ে চলে রীতিমতো ভর্তি বাণিজ্য। কারণ ভর্তির ক্ষেত্রেও নানা ধরনের দুর্নীতি চলতে থাকে। যদি লটারির মাধ্যমে তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিশুকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে সবগুলো বিদ্যালয়েই উত্তম, মধ্যম ও কম মেধাবীরা ভর্তি হবে। এর ফলে সবগুলো বিদ্যালয়ে একই রকম ফলাফল হবে, বিদ্যালয়গুলোর মান উন্নত হবে, বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সুষম প্রতিযোগিতা হবে এবং অভিভাবকরাও বিশেষ কোনো বিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তির জন্য হয়রানির শিকার হবেন না। এর ফলে শিশুদের মধ্যেও হিংসা, বিদ্বেষ ও বৈষম্য কমে আসবে।

ফরিদপুর